PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

শ্রীতমা ব্যানার্জি [1*]

[1*] স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, কুলটি কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান
ই-মেইলঃ sritama.banerjee0020@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার:

পৃথিবীসৃষ্টির শুরু থেকে সভ্যতা নানাভাবে এবং নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে সভ্যতা ও সমাজ। সমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি মুহূর্তে বিবর্তন প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান লাভ করেছে। সমাজের বিবর্তনের ফলে সভ্যতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যার নাম মানব সভ্যতা। মানব সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান মানুষ। সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মধ্যে একটি মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে এসব মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ও দর্শন একে অপরের পরিপূরক। মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা। মানুষের মননশীলতা তাকে অনুপ্রাণিত রাখে। জিজ্ঞাসা করার পথে তাকে অনুপ্রাণিত করে। এই জীবনের প্রকৃতি কি? লক্ষ্য কি? সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় কী? দর্শন বিভিন্ন প্রশ্নের সার্বিক ও সার্বিক বিকাশের উত্তর দেয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে তার প্রকৃত উপলব্ধি হল দর্শন। শিক্ষা এমন একটি রত্ন যা মানব জীবনের সাথে জড়িত। সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এই সংগ্রাম থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা হল শিক্ষা। মৃত জগতের প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষ প্রতি মুহূর্তে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তা হলো শিক্ষা। এই মূল্যবান জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ম নির্ধারণের প্রধান হাতিয়ার হল দর্শন। মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রধান হাতিয়ার হলো দর্শন ও শিক্ষা। দর্শন ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। মানবজীবনের অধ্যায়ে দর্শন ও শিক্ষা একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। দর্শন ও শিক্ষা ব্যতীত মানব সভ্যতার ব্যবহারিক জীবন অর্থহীন জীবন।

সূচক শব্দ: শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক, তাত্ত্বিক দিক, ব্যবহারিক দিক, শিক্ষার বিভিন্ন দিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব, দার্শনিক চিন্তাধারা।

সূচনা

পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অরণ্য গাছপালাজীবজন্তুকীটপতঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক জীবন চর্চা হলো মানব সভ্যতার মানুষের জীবন চর্চা। পৃথিবী সৃষ্টির প্রাচীন সময় থেকেই সমাজ ও সভ্যতা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। আদিম যুগের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ সমাজ ও সভ্যতার সাথে অভিযোজন করে এবং সামঞ্জস্য বজায় রেখে এসেছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ সমাজ ও সভ্যতার কাছে থেকে অনেক কিছু শিখেছে। এই নতুন জীবনের ও নতুন

বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষ পেয়েছে এক বৌদ্ধিক জীবন। এই বৌদ্ধিক জীবন পরবর্তী পর্যায়ে এক সৃষ্টিশীল ও যুক্তি নির্ভর জীবনে পরিণত হয়েছে। এই নতুন সৃষ্টিশীল ও যুক্তি নির্ভর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হল জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা ও সত্য জ্ঞান অর্জন করা। জীবনে নানা স্তরে অভিযোজন করে এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জগতের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সঠিক ও সত্য জ্ঞান অর্জন করা হলো দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। আদিম মানুষ থেকে বর্তমান মানব সভ্যতার প্রতিটি মানুষ সদা পরিবর্তনশীল এই জগতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুহূর্তে শিখছে। জগতের প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের সাথে সত্য জ্ঞান অর্জন করছে। প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নিত্য পরিবর্তনশীল বিচিত্র ধর্মী পরিবেশে শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। শিক্ষা হলো জীবন ধারণের এক উন্নত হাতিয়ার। মানব সভ্যতার উন্নয়নে প্রথম স্তম্ভ ও হাতিয়ার হল শিক্ষা।

শিক্ষা ও দর্শন

শিক্ষা শব্দটির সাধারণ অর্থ হল জীবনের উপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করা। শিক্ষা শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে শ্বাস্ ধাতু থেকে যার অর্থ হল শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা,নিয়ন্ত্রিত করা,ও নির্দেশ দেওয়া। শিক্ষা শব্দটির প্রতিশব্দ হলো বিদ্যা। বিদ্যা শব্দটি এসেছে বিদ্ ধাতু থেকে। যার অর্থ হলো জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলোশিক্ষা।শিক্ষাশব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ শিক্ষাদেওয়া থেকে। যার অর্থ হলো পরিচর্যা করা। যা শিক্ষার্থীকে জীবন উপযোগীকৌশল দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।শিক্ষাশব্দটির মূল ল্যাটিন শব্দ *Educare* থেকে এসেছেবলে কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করেন। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সামর্থ্য নিষ্কাশনে সহায়তা করা। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, শিক্ষা শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *Educatum* থেকে। যার অর্থ হল শিক্ষাদানের কাজ।শিক্ষাশব্দটি সর্বাঙ্গীন অর্থ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় শিক্ষা হল এক গতিশীল প্রক্রিয়া যা প্রতিটি শিশুর মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা গুলি বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করে।

দর্শন

দর্শন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো দর্শন। দর্শন শব্দটি এসেছে দুটি ল্যাটিন শব্দ, *philos* এবং *sophia* থেকে। *Philos* কথাটি অর্থ হলো, ভালোবাসা বা love। *Sophia* কথাটির অর্থ হলো জ্ঞান বা knowledge। সুতরাং দর্শন কথাটির অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। এখানে জ্ঞান বলতে সত্য জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে।শিক্ষাবিদ Rayment বলেছেন "ব্যক্তির সব রকম জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে, এবং যার জ্ঞান পিপাসা কখনো পরিতৃপ্ত হয়নি তিনি হলেন প্রকৃত দার্শনিক।"বাস্তব জীবনের মূল সত্যকে অনুসন্ধান করা হলো প্রকৃত দার্শনিকের কাজ। প্রাচীন দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দর্শনের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন" জীবনের প্রয়োজন থেকেই দর্শনের জন্ম।"জীবন কি? জীবনের প্রয়োজন কেন? জীবনের উৎস কি? এইসব প্রশ্নের মৌলিক উত্তর দর্শন থেকে পাওয়া যায়। মানুষের জীবন এবং অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের প্রকৃত অর্থ কি খুঁজে আনা হলো দর্শনের লক্ষ্য।"

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক

শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক হল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে দর্শনের ভূমিকা হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব জীবনের উদ্দেশ্য কি? বাস্তব জীবনে কি কাজ করা উচিত? এগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হলো দর্শনের লক্ষ্য। শিক্ষা হলো হাতিয়ার যার দ্বারা দর্শন নির্ধারিত উদ্দেশ্য গুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়। বাস্তব জগতে, মানব জীবন নির্ধারণেদর্শনের ও শিক্ষার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দর্শন ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দার্শনিক ফিকটে বলেছেন,

"The art of Education will neverattain complete in itself without Philosophy"
"দর্শন ব্যতীত শিক্ষার শিল্প কখনই সম্পূর্ণ হবে না" অর্থাৎ দর্শন ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

মানব জীবনে দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো, পরম সত্যের আলোকে জীবনের লক্ষ্য ও তাৎপর্য, মূল্যবোধ, জীবনচর্চার লক্ষ্য, প্রভৃতি নির্ধারণ করা। জন্মগ্রহণের পরে মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ যে শিক্ষা অর্জন করে তাহলে প্রকৃত শিক্ষা।জীবনের লক্ষ্য দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম, পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ দিকগুলি নির্ধারণ করা হয়। বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ যেশিক্ষা লাভ করেদর্শন দ্বারা বাস্তব জীবনেতার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। তাই এই শিক্ষাকে বলা হয় প্রায়োগিক দর্শন।

শিক্ষা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বেদ উপনিষদ দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করত, সেই জ্ঞান দ্বারা সেই বাস্তব জীবনে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করত। দর্শন ও শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সূত্র দ্বারা প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক বলেছেন, অভিজ্ঞতাই হলো জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। প্রাচীন গ্রীন দার্শনিক মনে করতেন, নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই মানবজাতি এক বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। প্রাচীন ভাববাদীরা শ্রমিক রুশো মনে করতেন, প্রকৃতিবাদী শিক্ষা হলো প্রকৃত শিক্ষা।দর্শনীয় শিক্ষা হলো জীবন প্রবাহের দুটি দিক, 1) তাত্ত্বিক 2) ব্যবহারিক।তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের প্রধান লক্ষ্য হলো, মানুষ ও মনুষ্যত্বরও প্রাণীর মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা হলো দর্শনের প্রধান কাজ।

শিক্ষার বিভিন্ন দিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব

মানব জীবনে ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। শিক্ষার বিভিন্ন দিককে দর্শন নানাভাবে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার লক্ষ্য পাঠক্রম পদ্ধতি প্রভৃতি নির্ণয় দর্শনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।শিক্ষার ওপর দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব নির্ভরশীল।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শন

মানব জীবনের সাথে শিক্ষা সম্পর্ক নিবিড়। জগতে বসবাস কালীন মানুষের মধ্যে একটা মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সেই মূল্যবোধের প্রকৃত বিকাশ ঘটে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্য প্রভাবিত হয়। জীবনে জয় লাভের পথে দার্শনিক মতবাদ এক বিশেষ ভূমিকা পালন

করেছে। ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের উদ্দেশ্য হলো, আত্মবিশ্বাস ও আত্ম উপলব্ধিতে সাহায্য করা। প্রকৃতিবাদী দার্শনিক মতবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, শিশুর মধ্যে সহজ সরল গুণগুলির প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা। শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে সেগুলির প্রকৃত বিকাশ ঘটানো হলো প্রকৃতিবাদী দার্শনিক মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষাজীবনের ক্রমবিকাশের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষার পাঠক্রম ও দর্শন: দার্শনিকগণ মনে করেন, পাঠক্রম হলো শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা যেমন পরিবর্তিত হয়ে এসেছে সেই রকম পাঠক্রম ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার পাঠক্রমে ব্রহ্মচর্য পালনের সংযমকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াহয়েছে। আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী সমন্বয়েরপ্রভাবে চাহিদা ভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে পরিণত হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব: শিক্ষারঅপরিহার্য অঙ্গ হলো পাঠ্যপুস্তক।শিক্ষাগ্রহণে, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী দার্শনিক গন মনে করেন, পাঠ্যপুস্তক হলো শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবন আদর্শ তৈরি হয়। পাঠ্যপুস্তক হলো শিক্ষার একটি জীবন আদর্শ। সর্বাধিক ছবি সমন্বিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে পাঠ্যপুস্ত একটিবিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর প্রকাশ ভঙ্গি বিকাশে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। সমাজের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে দর্শনশাস্ত্র পাঠ্যপুস্তক বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয়ে দর্শন: শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোরউপায় কে বলে শিক্ষণ পদ্ধতি। এই উপায় দর্শন শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে মনে করেন, ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার হল বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা দর্শনে বুদ্ধিবাদী শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েবেল কিন্ডারগার্টেন বা খেলা ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, শিক্ষকের প্রধান আদর্শ হল শিক্ষা গ্রহণে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা। দার্শনিক জন ডিউই মনে করেন প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা বাস্তব জীবন এবং সমাজের মধ্যে এক বন্ধন তৈরি হয়। জীবনে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়।

শিক্ষকের ভূমিকা ও শৃঙ্খলা নির্ণয়ে দর্শন: শিক্ষক হলেন প্রকৃত শিক্ষার প্রধানমূল্যবান উপাদান।প্রকৃতশিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবন আদর্শকে এক উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে আসে।শিক্ষকএরকর্তব্য ও দায়িত্ব দ্বারা শিক্ষার্থীর অনুপ্রাণিত হবে। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, প্রকৃত শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। প্রয়োগবাদী দার্শনিক গণ মনে করেন, শিক্ষক শিক্ষার্থী সমস্যা মূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন এবং সেই সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করবেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃত শিক্ষক হলেন, গুরু জ্ঞান তাপসী এবং আচার্য। প্রকৃত শিক্ষকের জীবন আদর্শ দ্বারা শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত হবে।

মূল্যায়নের ধারণা ও দর্শন: শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন হলো একটি বিশেষ পদ্ধতি। পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের নিষ্ঠারদ্বারাশিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা হলো প্রকৃত মূল্যায়নের কাজ।শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে

সচেতন করা হলো মূল্যায়নের প্রথম এবং প্রধান কাজ। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

পৃথিবী সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে সভ্যতা ও সমাজরপরিবর্তন ঘটেছে।এই পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা।যা জীবন আদর্শের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত।এই জীবনপ্রবাহের প্রধান স্তম্ভ হলো দর্শন। দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত।

জন্মগ্রহনের পরের মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু বিশেষ শিক্ষা অর্জন করে।জগত প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ও বিষয় নির্বাচনের একবিশেষ মূল্যবোধ তৈরিরক্ষেত্রে শিক্ষা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।জগতের মধ্যে অবস্থান করে জগতের প্রতিটি পরিস্থিতি দ্বারাশিক্ষার্থী একবিশেষ শিক্ষা অর্জন করে। এইবিশেষ শিক্ষা জীবন আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রনেরএকপ্রধান একবিশেষ জীবন আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রনের জন্য পরিবেশ, প্রকৃতির আপন স্বভাবের মধ্যে অবস্থান করে এক সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে এসেছে। একজন শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোবিক, বাচনিক, মানসিক এক সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও বিকাশের একমাত্র প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থীর জীবন দর্শনের ও এক আদর্শ ব্যক্তিত্বগঠন ও নিয়ন্ত্রনের প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি। ডাঃ পাল দেবাশীষ। প্রথম সংস্করণ জুলাই, ২০১২ শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি। রীতা প্রকাশনা।

২) ডাঃ দেদেবাশীষ, জুলাই ২০১২ শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি, রীতা প্রকাশনা।

৩) ডাঃ দাস মধুমিতা। প্রথমসংস্করণ জুলাই ২০১২।

৪) শিক্ষার বিবর্তন মুলক দৃষ্টিভঙ্গি, রীতা প্রকাশনা।ডাঃ ঘোষবিরাজলক্ষী,প্রথমসংস্করণ জুলাই ২০১২।

৫) শিক্ষার দর্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। ডাঃ পান্ডা উজ্জ্বল। প্রথম সংস্করণ এপ্রিল২০১১।

৬) শিক্ষার দর্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। রীতা প্রকাশনা।

৭) ড. চ্যাটার্জি মিহির প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১১। শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। রীতা প্রকাশনা।

৮) ডাঃ সেন স্বপনপ্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১১। শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি। (রীতাপ্রকাশনা)। কলকাতা।

৯) শিক্ষা ও শিক্ষা দর্শন। রায় সুশীল,নতুন সংস্করণ ২০১১-২০১২ | শিক্ষার তত্ত্বও শিক্ষা দর্শন,। সোমা বুক এজেন্সি। কলকাতা।

১০) শিক্ষা জীবন দার্শনিক ও সামাজিকভিত্তি। ডাঃ দেবাশীষ পাল। প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

১১) শিক্ষারভিত্তি দার্শনিক ও সামাজিক। রীতা প্রকাশনা। কলকাতা।

১২) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি।ডাঃ পাল দেবাশীষ প্রথমসংস্করণ জানুয়ারী ২০১৪-২০১৫, রীতা প্রকাশনা।